সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৯৯
WEEKLY BOOKLET:299

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট

কুরআনে পাক

এর ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

কুরআনে পাক কোন বস্তুতে লিখা হতো?

কুরআনে পাকের শপথ করার হুকুম

কুরআনে পাকে ময়ূরের পালক রাখা কেমন?

রেকর্ডকৃত তিলাওয়াত শুনে ইসালে সাওয়াব করা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবূ বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ এর বাণী সমগ্রের লিখিত পুষ্পসম্ভার

উপস্থাপনায়:
আল মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই পুস্তিকাটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট করা প্রশ্নোত্তর সম্বলিত

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট
কুরআনে পাকের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

জা'নশিনে আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই "আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট কুরআনে পাকের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর" পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তার অন্তরকে কুরআনের নূর দ্বারা আলোকিত করে দাও এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দিনে বা রাতে আমার প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসার কারণে তিনবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করলো, আল্লাহ পাকের দায়িত্ব যে, **তিনি** তার সেই দিনের বা রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। **(মু'জামু কবীর, ১৮/৩৬২, হাদীস: ৯২৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রশ্ন: দ্বীনে ইসলামের ব্যাপারে অসংখ্য কিতাব লিখা হয়েছে। কুরআনে পাকের পর এই সকল কিতাবের মধ্যে সর্বপ্রথম কোন কিতাবটি লিখা হয়েছে এবং কে লিখেছেন?

www.dawateislami.net

উত্তরঃ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইহইয়াউল উলুমে উদ্ধৃত করেন: ইসলামে সর্বপ্রথম আব্দুল মালিক বিন আব্দুল আযীয বিন জুরাইজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিতাব রচিত হয়েছে। যাতে জীবনি এবং হযরত আতা, হযরত মুজাহিদ এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِین এর অনেক শিষ্যদের থেকে বর্ণিত তাফসীর রয়েছে। এই কিতাবটি মক্কা মুকাররমা শরীফে লিখা হয়েছে। (ইহইয়াউল উলুম, ১/১১২) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ১/৩৪৩)

প্রশ্নঃ পূর্বেকার যুগে কাগজ ছিলো না, তখন লিখনির কাজ কোন বস্তুতে হতো?

উত্তরঃ বিভিন্ন কিছুর উপর লিখা হতো, যেমন; কুরআনে করীমকে চামড়া, উটের হাঁড় এবং গাছের বাকল ইত্যাদিতে লিখা হতো এবং পরবর্তীতে এই সকল কিছু থেকে কুরআনে করীমকে এক জায়গায় একত্রিত করে নেয়া হয়। (মানাহিলুল ইরফান ফি উলুমিল কুরআন, ১/২০২) যে সময় হযরত উসমানে গনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে শহীদ করা হয় তখনও তাঁর সামনে চামড়ায় লিখিত কুরআনে করীম বিদ্যমান ছিলো এবং তিনি তা তিলাওয়াত করছিলেন, তাঁর রক্তের ফোটা কুরআনে করীমের এই আয়াতের উপর এসে পড়েছিলো: (فَسَیَكْفِیْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴿۱۳۷﴾)[১]

(তাফসীরে দুররে মনসুর, পারা ১, সূরা বাকারা, ১৩৭নং আয়াতের পাদটীকা, ১/৪০৩। তাফসীরে আযীযী, ১/৬২২)

আজও সেই কুরআনে করীম এবং এর উপর রক্তের চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে। যাইহোক! লেখালেখির ধারাবাহিকতা অনেক পুরোনো। পূর্বে তো

১... **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** তবে **হে মাহবুব!** অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ তাদের দিক থেকে আপনার জন্য যথেষ্ট হবেন এবং তিনিই শ্রোতা, জ্ঞাতা। (পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ১৩৭)

www.dawateislami.net

প্রিন্টিং প্রেসও (Printing Press) ছিলো না, এই কারণে কিতাব ছাপানোর (Publishing) ধারাবাহিকতাও ছিলো না, একটি কিতাবের কপি (Copies) প্রস্তুত করতে গিয়ে তাদেরকে অনেকবার লিখতে হতো, স্বভাবতই তাঁরাও ইলমের আগ্রহী ছিলেন যে, লিখেও নিতেন এবং মুখস্তও করে নিতেন। এখন তো অনেক সুন্দর সুন্দর, আকর্ষণীয় এবং বিভিন্ন রংয়ের কিতাব ছাপা হচ্ছে, কিন্তু আফসোস! আগ্রহ হারিয়ে যাচ্ছে। বিশেষকরে দ্বীনি কিতাব পড়ার আগ্রহ খুবই কমে গেছে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/১৯৫)

প্রশ্নঃ কেউ কিতাবের দোকানে কাজ করে যেখানে দুনিয়াবী কিতাব রয়েছে এবং কুরআনে পাক, সিপারা ও কায়দাও রয়েছে, তবে কি তাকে সর্বদা অযু অবস্থায় থাকতে হবে? অথবা কোন পবিত্র কাপড় ব্যবহারের পদ্বতি থাকলে তবে তা বলে দিন।

উত্তরঃ কুরআনে পাক অযু বিহীন স্পর্শ করা গুনাহ। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১/১০৭৪) আর ইসলামী কিতাব সমূহ অযু সহকারে স্পর্শ করা উত্তম ও মুস্তাহাব এবং অযু বিহীন স্পর্শ করা উত্তমের পরিপন্থি। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১/১০৭৫। বাহারে শরীয়ত, ১/৩০২, ২য় অংশ) যদি অযু বিহীন অবস্থায় কুরআনে পাক স্পর্শ করতে হয় তবে এর জন্য নিজের নিকট কোন কাপড় বা রুমাল ইত্যাদি রাখুন আর যখন প্রয়োজন হয় তখন তা দিয়ে উঠিয়ে নিন এবং রেখে দিন। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ১/৩৪৮) এতে এই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে, হাত বা আঙ্গুলের কোন অংশ যেনো কুরআনে পাকের সাথে টাচ (Touch) না হয়। হাত মোজা (Gloves) পরিধান করে তোলা জায়িজ হবে না, কেননা হাত মোজা শরীরের অনুগত হয়ে থাকে।

(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ১/৩৪৮) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/২০৯)

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ যদি ভুলক্রমে কুরআনে পাক নিচে পড়ে যায় আর অযু না থাকে তবে কি অযু বিহীন অবস্থায় কুরআনে পাক তুলে রাখতে পারবে?

উত্তরঃ যদি কোন রুমাল বা কাপড় পকেটে থাকে তবে তার সাহায্যে তুলে রেখে দিন। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ১/৩৪৮) অথবা আরেকটি পদ্ধতি রয়েছে যে, কোন অপ্রাপ্তবয়স্ককে দিয়ে তুলে নিন, কেননা তাদের অযু ভঙ্গ হয় না। (বাহারে শরীয়ত, ১/৩০২, ২য় অংশ)

(আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পাশে বসা মুফতী সাহেব বলেন:) যদি অবমাননা বা বেআদবীর পরিস্থিতি হয়, যেমন; مَعَاذَالله কুরআনে করীম কোন নালার মধ্যে পতিত অবস্থায় দেখলো তবে এমতাবস্থায় ফুকাহায়ে কিরাম অনুমতি দিয়েছেন যে, অযু ছাড়াও কুরআনে পাক তুলতে পারবে।

(আত তিবয়ান ফি আ'দাবি হামালাতিল কুরআন, ১৯৬ পৃষ্ঠা) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/২১০)

প্রশ্নঃ কুরআনে পাকের তাফসীর কি অযু ছাড়া স্পর্শ করা যাবে?

উত্তরঃ জ্বী হ্যা, কুরআনে পাকের তাফসীর অযু ছাড়া স্পর্শ করা যাবে, তবে যেখানে যেখানে আয়াত বা এর অনুবাদ লিখা রয়েছে সরাসরি সেই জায়গায় এবং এর পেছনে কাগজের যে অংশ রয়েছে তা স্পর্শ করা যাবে না। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১/১০৭৫)

(এ প্রসঙ্গে মাদানী মুযাকারায় উপস্থিত মুফতী সাহেব বলেন:) তাফসীর দুই ধরনের হয়ে থাকে: একটা হলো যা আলাদা হয়ে থাকে এবং তাফসীরই বলা হয়, যেমন; তাফসীরে জালালাইন, এটা আমাদের এখানে আলাদাভাবে পাওয়া যায়, তবে তা অযু ছাড়া স্পর্শ করা যাবে আর অপরটা হলো ঐ তাফসীর, যা একেবারে কুরআনে পাকের মতোই হয়ে

থাকে এবং কুরআনে পাকই বলা হয়, যেমন: বৈরুত থেকে ছাপানো তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান এবং তাফসীরে নুরুল ইরফান ইত্যাদি, এগুলো দেখতে কুরআনে পাকই মনে হয় সুতরাং এই ধরনের তাফসীর গুলো অযু ছাড়া স্পর্শ করা যাবে না।[১]

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ২/২৪২)

(আরেক প্রসঙ্গে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) তাফসীরে নাঈমী বা তাফসীরে সীরাতুল জিনান এগুলো সুবিস্তারিত তাফসীর এগুলোও অযু ছাড়া স্পর্শ করা ভালো নয়, মুস্তাহাব হলো যে, এগুলোও অযু সহকারে স্পর্শ করা, কিন্তু কেউ তা অযু ছাড়া স্পর্শ করলে তবে গুনাহগার হবে না। অবশ্য অযু বিহীন অবস্থায় এগুলো এবং অন্যান্য যে কোন দ্বীনি কিতাব স্পর্শ করার সময় এই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে, আয়াত বা এর অনুবাদের আগে ও পিছে কোথাও যেনো হাত না লাগে। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ১/৪০৬)**

প্রশ্ন: যদি কিতাবের আলমারির এক পার্টিশনে কুরআনে পাক থাকে তবে এর উপরের পার্টিশনে কি অন্য কোন দ্বীনি কিতাব রাখা যাবে, এটা বেআদবি তো নয়?

উত্তর: উপরে না কোন কিতাব রাখবে, না কোন মালামাল রাখবে। অনেকে আলমারিতে দ্বীনি কিতাব রাখে এবং এর উপরে অন্যান্য জিনিস রাখে, এমনটি করবেন না।

(ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৩২৪) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/২৭৫)

১... **(অযু বিহীন, অপবিত্র ব্যক্তি এবং হায়েয ও নেফায সম্পন্না মহিলা)** এদের সবারই ফিকাহ, তাফসীর ও হাদীসের কিতাব স্পর্শ করা মাকরূহ আর যদি এগুলো কোন কাপড় দ্বারা স্পর্শ করে যদিও তা পরিহিত অথবা গায়ে জড়ানো হয় তবে কোন সমস্যা নেই কিন্তু আয়াতের স্থানে এই সকল কিতাবেও হাত রাখা হারাম। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৩২৭, ২য় অংশ)**

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ যে কক্ষে কুরআনে মজীদ রয়েছে, তার ছাদে উঠাতে তো কোন বেআদবি হবে না?

উত্তরঃ জ্বী না, এতে কোন বেআদবি হবে না, অন্যথায় তো জীবনোপায় তো কঠিন হয়ে যাবে। আমরা মসজিদের ২য় তলায় নামায পড়তে যাই, তো নিচে কুরআনে মজীদ থাকে, অনুরূপভাবে বিল্ডিং ও প্লাজায় কোন ঘর এমন নেই হয়তো যেখানে কুরআন মজীদ নেই, অতএব এর কোন সমাধান নেই। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/২৭৬)

প্রশ্নঃ ট্রেন, উড়োজাহাজ বা নৌকা ইত্যাদিতে সফরের সময় কুরআনে করীমকে কোথায় রাখবে?

উত্তরঃ আদবের জায়গায় রাখুন। এমন ব্যাগ যার উপর পা রাখে অথবা ঐ ব্যাগের উপরই মানুষ বসে যায়, তো নিজের বিবেককেই জিজ্ঞাসা করুন যে, কেউ কি এতে কুরআনে করীম রাখতে পারে!! সুতরাং কুরআনে করীমকে পৃথকভাবে কোন ব্যাগে রেখে এমন জায়গায় রাখুন, যাতে বেআদবী না হয় অথবা নিজের সাথেই রেখে দিন। যদি জুযদানে মুড়ানো থাকে তবে অযু ছাড়াও তা হাতে রাখাতে কোন সমস্যা নেই।

(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ১/৩৪৮) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৪/২৯৮)

প্রশ্নঃ যদি কাউকে কুরআনে করীম উপহার দেয়া হয় আর সে কুরআনে পাকের মধ্যে যা সিজদা রয়েছে, সেই সিজদা না করে তবে কি সেই কুরআনে পাক উপহার কবুল হবে নাকি হবে না?

উত্তরঃ যদি কুরআনে করীমের কপি কাউকে উপহার হিসেবে দেয়া হয় তবে সাওয়াব পাবে। আয়াতে সিজদা পড়া ও শুনার যে মাসআলা রয়েছে, সে অনুযায়ী যখন কারো উপর সিজদা ওয়াজিব হবে তখন তাকে

www.dawateislami.net

সিজদা করতে হবে। এখন যাকে কুরআনে করীম দেয়া হলো, যদি সে আয়াতে সিজদা পড়ে বা শুনে সিজদা না করে তবে তা তার ব্যাপার, যদি সিজদা ওয়াজিব হওয়ার পরও না করে তবে সে গুনাহগার হবে। তাছাড়া এটাও হতে পারে যে, যাকে কুরআনে করীম উপহার হিসেবে দেয়া হয়েছে, সে পড়তেই জানে না। যাইহোক এরূপ ব্যক্তিকেও কুরআনে করীম উপহার দেয়াতে অসুবিধা নেই। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ১/১৩৩)

প্রশ্নঃ যদি কোন ব্যক্তি তিনবার মিথ্যা কথার উপর কুরআনে পাক তুলে নেয় তবে এর গুনাহ কিরূপ?

উত্তরঃ কুরআনে করীমের শপথ করা শপথই, তবে শুধু কুরআনে করীম হাতে তুলে নিয়ে বা এর উপর হাত রেখে কোন কথা বলা শপথ নয়, ফতোয়ায়ে রযবিয়া ১৩তম খন্ডের ৫৭৪ পৃষ্টায় রয়েছে: মিথ্যা কথার উপর কুরআনে করীমের শপথ করা মারাত্মক কবীরা গুনাহ এবং সত্য কথার উপর কুরআনে করীমের শপথ করাতে অসুবিধা নেই আর প্রয়োজনে হাতেও তুলে নিতে পারবে কিন্তু এটা শপথকে অনেক কঠোর করে থাকে। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া উচিত নয়।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ১/৪৯৪)

প্রশ্নঃ কুরআনে পাকের পৃষ্ঠা (Page) যদি শহীদ হয়ে মাটিতে পড়ে যায় তবে কি তা অযু ছাড়া তাড়াতাড়ি তুলে নেয়া যাবে?

উত্তরঃ অযু নেই আর না পাশে কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু রয়েছে যে তুলে নিবে এবং নিজের নিকট কোন রুমাল ইত্যাদি নেই যার মাধ্যমে ধরে উঠাতে পারে এবং পরিস্থিতি এমন যে, নিজেকেই তুলে নিতে হবে নইলে পড়ে থাকবে, বাঁচার কোন পন্থা নেই তবে এক্ষেত্রে তা তুলতে হবে, যদিও

www.dawateislami.net

অযু বিহীন অবস্থায় তুলুক আর তা আদবের জায়গায় রাখবে কেননা এর আদব ফরয। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৫/৩২২)

প্রশ্নঃ আমাদের গ্রামে অনেক কুরআনে পাক দাফন রয়েছে, প্রথমে কেউ দেখেনি, এখন সেগুলোর উপর থেকে মাটি সরে গেছে, তো এই কুরআনে পাক দেখা যাচ্ছে, আমরা সেগুলোর কি করবো?

উত্তরঃ ঐ কুরআনে করীম গুলো পুরাতন হয়ে গেছে হয়তো যা তিলাওয়াত করা যায় না, যদি এই ধরনের হয় যেমন; পবিত্র কাগজের টুকরো, তবে তা সেখান থেকে সরিয়ে অন্য কোন জায়গা যেখানে মানুষের পা পড়েনা সেখানে দাফন করে দিন অথবা তা বস্তায় রেখে বস্তার মুখ বন্ধ করে এতে কোন ভারী জিনিস রেখে সমুদ্রের মাঝে ডুবিয়ে দিন। এগুলো কুরআনে করীম তা জানার পরও সেগুলো সেখানে থাকতে দেয়া, نَعُوْذُ بِاللّٰهِ মানুষ এর উপর চলাচল করুক, এর অনুমতি নেই। মসজিদে কুরআনে করীম অনেক বেশি হয়ে যায় তখন লোকেরা হয়তো সেই কুরআনে করীমও এইভাবে দাফন করে দেয়, অথচ সেগুলো পাঠ করার উপযুক্ত এবং কেউ মসজিদে রেখেছে তবে তা দাফন করা জায়িয হবে না। রমযান শরীফে লোকেরা কুরআনে করীমের নতুন নতুন কপি মসাজদে রেখে দেয়, এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, যা পূর্বে থেকে রাখা আছে তা ঠান্ডা করে দেয়া হোক, কেনান তা তিলাওয়াতের উপযুক্ত হয়ে থাকে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/৫১১)

প্রশ্নঃ কোন মসজিদে কুরআন তিলাওয়াতকারী নেই আর সেখানে পূর্ব থেকেই কুরআনে পাক বিদ্যমান রয়েছে, তবে কি সেখানে আরো কুরআনে পাক রাখা যাবে?

www.dawateislami.net

উত্তরঃ এরূপ মসজিদে কুরআনে পাক না রাখা উচিত আর না এমন জায়গায় রাখা উচিৎ, যেখানে তিলাওয়াতকারী লোক নেই, কেননা যেখানে তিলাওয়াতই করা হয় না সেখানে কুরআনে করীম রেখে কি লাভ? আর মসজিদে পূর্ব থেকেই কুরআনে পাক বিদ্যমান রয়েছে, সেখানে আরো কুরআনে পাক রাখার কোন মানে হয় না আর এতগুলো কুরআনে পাক কে তিলাওয়াত করবে? আমাদের এখানে তো এমন প্রচলন হয়ে গেছে যে, কারো ইন্তিকাল হলেই দ্রুত মসজিদে কুরআনে করীমের পাঠিয়ে দেয়া হয় যে, ইসালে সাওয়াবের জন্য মসজিদে কুরআনে করীম রাখা আছে।

এতে মসজিদের জায়গা সংকুলান হয়না আর এর সঠিক ব্যবহারও হয় না এবং মানুষের মাঝে কুরআন তিলাওয়াতের এতোটা উৎসাহও নেই যে, দৈনিক একশ, পঞ্চাশটি কুরআন খতম হচ্ছে। হয়তো তৃতীয়া, দশমী এবং চেহলামে কুরআন খতম হয়ে থাকে অথবা নতুন দোকান খুললে তবে এর উদ্বোধনের দিন কুরআন খতম করা হয়। অনুরূপভাবে কিছু কিছু বিশেষ সময় হয়ে থাকে, যাতে কুরআন খতম করা হয়, এটা ভালো।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/৫১৩)

প্রশ্নঃ মসজিদে কুরআনে করীম রাখতে চাইলে এর সতর্কতা বলে দিন?

উত্তরঃ মসজিদে কুরআনে করীম রাখতে চাইলে মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে পরামর্শ করে নিন, কেননা ইমাম সাহেব পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে মসজিদেই থাকেন, তিনি জানেন কতো লোক কুরআনে করীম পড়ে? পরামর্শ করে নিলে ভালো, অন্যথায় পূর্বেই ৯৯টি কুরআনে পাক রাখা আছে তো আরেকটি বৃদ্ধি হয়ে ১০০টি পূর্ণ হয়ে যাবে। রমযান

www.dawateislami.net

শরীফ ছাড়া এতো লোক কুরআনে পাক পড়তে দেখা যায় না। তবে যেই মসজিদ আবাদ হয়ে থাকে, সেখানে কিছুনা কিছু তিলাওয়াতকারী থাকে কিন্তু তাদের সংখ্যাও এতো বেশি হয়না যতোটা কুরআন রাখা আছে, কুরআনে করীম অনেক রাখা থাকে কিন্তু পাঠক দু'চার জনই হয়ে থাকে।

ভারতের আহমেদাবাদ শরীফের মসজিদে দেখেছিলাম যে, অসংখ্য কুরআনে করীম রাখা আছে, এমনকি বাক্সভর্তি কুরআনে করীম রাখা আছে, বাইন্ডিং করা ৩০ পারা রাখা আছে আর সেগুলোর উপর এই ধরনের বাক্য লিখা আছে "অমুক ভাইয়ের জন্য ইসালে সাওয়াব" "অমুক ভাইয়ের পক্ষ থেকে ইসালে সাওয়াব" বেচারা কমিটির লোকেরাও অসহায় হয়ে থাকে যে, যারা দিতে আসে তাদেরকে কিভাবে নিষেধ করবে, যদি নিষেধ করে তবে তাদের সাথে ঝগড়া করবে কে? এই কারণে লোকেরা রেখে দেয়। আমি ভাবি যে, কমিটির লোকেরা এতোগুলো কুরআন করীম সামলান কিভাবে? হয়তো এই কুরআনে করীম লোকেরা ঘরে কুরআন খতম করার জন্য নিয়ে যায়, অতঃপর পুনরায় এনে রেখে দেয়, কিন্তু কুরআন খতমের জন্য শুধুমাত্র এক সেটই যথেষ্ট, এরপরও অনেক গুলো সেট রাখা আছে দেখেছি যে, এগুলো মরহুমদের ইসালে সাওয়াবের জন্য।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/৫১২)

প্রশ্ন: যদি মসজিদে কুরআনে পাকের কপি অধিক সংখক জমা হয়ে যায় আর পাঠকারী তত না হয় তবে সেগুলো কি করা যায়?

উত্তর: (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পাশে বসা মুফতী সাহেব বলেন:) যদি এক মসজিদে এত বেশি কুরআনে করীম জমা হয়ে যায় যে, যা এখানে প্রয়োজন নেই, তবে তা অন্য কোন মসজিদের জন্য দিয়ে দেয়া যাবে। **(ফতহুল কদীর, ৬/২০২)**

www.dawateislami.net

(আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) মসজিদে কুরআনে করীম রাখার চেয়ে উত্তম হলো যে, মাদরাসা দেয়া, যেই শিক্ষকরা সেখানে পড়ান তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দিয়ে দিন যে, আপনি এই কুরআনে করীম ঐ সকল শিশুদের দিয়ে দিবেন যারা হিফয করছে বা নাজারা পড়ছে কিংবা যাদের প্রয়োজন তাদেরকে দিয়ে দিবেন। আমি মনে করি যে, এতে শিশুরা তা তিলাওয়াত করবে আর দাতাও সাওয়াব পাবে, অন্যথায় তা মসজিদে পড়েই থাকবে। কারো যেনো এই ভুল ধারণা না হয় যে, কুরআনে করীম মসজিদে রাখাই যাবে না, এমনটি নয়, তিলাওয়াতকারীদের জন্য মসজিদে কুরআনের করীম রাখা সাওয়াবের কাজ। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/৫১৪)

প্রশ্ন: মসজিদে কুরআনে পাক পড়ে থাকে, যেগুলো পাঠ করার কেউ থাকে না, সেই কুরআনে পাক কি আমরা কাউকে ঘরে পড়ার জন্য দিতে পারবো?

উত্তর: কুরআনে পাকের জন্য "পড়ে থাকা" শব্দ বলাটা সমীচিন নয় যে, এতে আদব পাওয়া যাচ্ছে না। এরূপ বলুন যে, "কুরআনে করীম তাশরীফ রাখা আছে অথবা কুরআনে করীম রাখা আছে।" যাইহোক যদি কুরআনে করীম মসজিদের জন্য ওয়াকফ করা হয়ে থাকে তবে তা ঘরে পড়ার জন্য দেয়া যাবে না। (বাহারে শরীয়ত, ২/৫৩৫, ১০ম অংশ)

প্রশ্ন: কুরআনে পাকে কি সুগন্ধি লাগানো যাবে?

উত্তর: যদি কুরআনে করীমের কপি ব্যক্তিগত হয় তবে এমন সুগন্ধি যাতে দাগ না পড়ে, নিজের হাতে লাগিয়ে কুরআনে করীমের সম্মানের নিয়্যতে লাগানো যাবে। তবে যদি কুরআনে করীমের কপি অন্যের হয় তবে লাগাবেন না, কেননা হয়তো আপনি যেই সুগন্ধি

www.dawateislami.net

লাগাবেন তাতে অন্যের এলার্জি রয়েছে, তাছাড়া এটাও হতে পারে যে, সুগন্ধির দাগ পড়ে গেছে। মসজিদে তিলাওয়াতের জন্য যে কুরআনে করীমের কপি রাখা থাকে, তাতেও সুগন্ধি লাগাবেন না।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৫/২৭১)

প্রশ্নঃ প্রায় দেখা যায় যে, কুরআনে পাকে সৌন্দর্য্যের জন্য ময়ূরের পালক রাখা হয়, এটা বর্ণনা করুন যে, কুরআনে পাকে ময়ূরের পালক রাখা কেমন?

উত্তরঃ কুরআনে পাকে ময়ূরের পালক রাখলে কোন অসুবিধা নেই, কেননা এটাকে বেআদবী মনে করা হয় না। আমরাও ছোটবেলায় ময়ূরের ছোট ছোট পালক কুরআনে পাকের সৌন্দর্য্যের নিয়্যতে রাখতাম, তবে কেউ যদি পুরো বান্ডিল রাখে তবে তা ভিন্ন বিষয়।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ১/৪৯১)

প্রশ্নঃ অনেক বাচ্চা কুরআনে পাকে খালি জায়গায় নিজের নাম লিখে থাকে এবং ফুল আঁকে, তো এমনটি করা কেমন?

উত্তরঃ যদি কুরআনে পাকের কপি নিজের ব্যক্তিগত হয়, তবে খালি জায়গায় নাম লিখতে এবং সুন্দর ফুল আঁকাতে কোন অসুবিধা নেই, যদি এমন করাতে কপির সৌন্দর্য্য নষ্ট না হয়, অবশ্য যা মাদরাসার ওয়াকফকৃত কুরআনে করীম হয়ে থাকে, তাতে না নাম লিখতে পারবে, না দাগ দিতে পারবে আর না এগুলোর পৃষ্ঠা ভাঁজ করতে পারবে, না ফুল আঁকতে পারবে, আর না এমন কোন কিছু করতে পারবে যার কারণে সেগুলোর ক্ষতি হয়। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৫/১৩২)**

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: যদি পাত্রে আয়াত লিখা থাকে তবে কি তাতে খাবার খেতে পারবে?

উত্তর: খেতে পারবে না, তবে অযু সহকারে আরোগ্যের নিয়্যতে ঐ পাত্রে পানি ঢেলে পান করতে পারবে, অযুহীন অবস্থায় আয়াতের উপর হাত লাগাতে পারবে না।[১] (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/৩০০)

প্রশ্ন: কুরআনে করীমের বিভিন্ন জায়গায় রুকু পূর্ণ হলে "ع" লিখা থাকে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: হতে পারে এটা শুনে আপনারা আশ্চর্য্য হবেন যে, এটা একটি ইঙ্গিত আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমিরুল মু'মিনীন হযরত উসমান গনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ। (মিরাতুল মানাজিহ, ৩/১৮৮) এই হিসেবে কুরআনে পাকের কোন কপি তাঁর কল্যাণময় আলোচনা শূন্য নয়।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/১৯৬)

প্রশ্ন: মোবাইলে কুরআনি আয়াতের Message সমূহ Delete করা কি এই হাদীসে পাকের হুকুমে আসবে যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে লোকেরা কুরআনকে মুছে দিবে?

উত্তর: মানুষ কুরআনকে মুছে দিবে এটা আমি পড়িনি, তবে এরূপ রয়েছে যে, কুরআনকে উঠিয়ে নেয়া হবে অর্থাৎ অন্তর থেকে বের হয়ে যাবে।

১.... সদরুশ শরীয়া মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: যেই পাত্র বা গ্লাসে সূরা বা আয়াত লিখা রয়েছে, তা স্পর্শ করাও এদের (অযুহীন ব্যক্তি, গোসল ফরয হওয়া ব্যক্তি, হায়েয ও নিফায সম্পন্না মহিলার) জন্য হারাম আর তা ব্যবহার করা সকলের জন্য মাকরূহ, যদি আরোগ্যের নিয়্যত না হয়। (বাহারে শরীয়ত, ১/৩২৭, ২য় অংশ)

www.dawateislami.net

(আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকটে বসা মুফতী সাহেব বলেন:) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর বরাতে রয়েছে যে, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে কুরআনে পাককে অন্তর থেকে বের করে নেয়া হবে।[১]

(আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) অর্থাৎ কোন হাফিয অবশিষ্ট থাকবেনা, নিজের মোবাইল থেকে Delete করা উদ্দেশ্য নয়। কুরআনে পাকের আয়াত লিখে তাবীযও বানানো হয় আর তা পানিতে ডুবিয়ে দেয়া হয়, যা এতে গলে যায় আর আয়াত পানিতে মিশে যায়, তো একে কিয়ামতের নিদর্শন বলা যাবেনা বরং সেই পানি পান করা জায়িয ও আরোগ্য লাভের মাধ্যম হবে, অতএব মোবাইল থেকে কুরআনি আয়াত Delete করাতে কোন অসুবিধা নেই।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/৫৫১)

১... হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: নিশ্চয় এই কুরআন যা তোমাদের সামনে রয়েছে অতিসত্বর তা উঠিয়ে নেয়া হবে। এক ব্যক্তি বললো: এটা কিভাবে হতে পারে অথচ আমরা একে আমাদের অন্তরে এবং পুস্তিকায় সংরক্ষন করে রেখেছি, আমরা আমাদের সন্তানদের এর শিক্ষা দিই আর আমাদের সন্তানরা তাদের সন্তানদেরকে কুরআন শিখায়। তিনি বললেন: তা একটি রাতে চলে যাবে, মানুষ সকালে তা খুঁজে পাবে না আর এর অবস্থাটা এমন হবে যে, কুরআন অন্তর ও পুস্তিকা শূন্য করে দেয়া হবে। **(তাফসীরে আবু সাউদ, পারা ১৫, বনি ইসরাইল, ৮৬নং আয়াতের পাদটীকা, ৩/৫০৩)** তাছাড়া আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: কুরআনে পাক অধিকহারে পড়ো, তা উঠিয়ে নেয়ার পূর্বে, কেননা কিয়ামত সংগঠিত হবে না, যতক্ষন না কুরআনে পাক উঠিয়ে নেয়া হবে না। **(শুয়াবুল ঈমান, ২/৩৫৫, হাদীস ২০২৬)** যখন কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার শুধুমাত্র চল্লিশ বছর অবশিষ্ট থাকবে, একটি সুগন্ধিময় শীতল বাতাস প্রবাহিত হবে, যা মানুষের বগলের নিচ দিয়ে অতিক্রম করবে, যার প্রভাব এমন হবে যে, মুসলমানদের রূহ কবয হয়ে যাবে আর শুধুমাত্র কাফেররাই রয়ে যাবে এবং তাদের উপরই কিয়ামত সংগঠিত হবে।

(বাহারে শরীয়ত, ১/১২৭, ১ম অংশ)

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ যদি কেউ কুরআনে পাক হিফয করে, তবে তা কতদিন পর্যন্ত স্মরন রাখা জরুরি?

উত্তরঃ মৃত্যু পর্যন্ত স্মরন রাখবে এবং নিজ থেকে ভুলবে না, তবে হিফয যদি নিজে থেকেই শেষ হয়ে যায় তবে তা ভিন্ন, যেমন; অনেক সময় মৃত্যু শয্যায় বান্দা ভুলে যায় বা দূর্ঘটনার তারণে হাফেযা শেষ হয়ে যায় আর বান্দাহ নিজের পিতামাতা বরং সন্তানদেরকেও চিনতে পারে না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই অবস্থা থেকে রক্ষা করো। যে কুরআনে পাক হিফয করবে, সে সারা জীবন কুরআনে পাক পড়তে থাকবে আর সম্ভব হলো তো প্রতিদিন কমপক্ষে এক পারা করে পড়বে, اِنْ شَآءَ الله এভাবে পুনরাবৃত্তি করতে থাকলে কুরআনে পাক স্মরন থাকবে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৪/১৯৪)

প্রশ্নঃ অনেক সময় স্কুল, কলেজে পরীক্ষার প্রস্তুতিতে কুরআনে পাকের আয়াত মূখস্ত করা হয়, যা ইসলাম শিক্ষা পরীক্ষার অংশ হয়ে থাকে বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে মূখস্ত করা হয়ে থাকে, এই সবের জন্যও কি এটাই হুকুম যে, যেই আয়াত একবার মুখস্ত করে নিয়েছে, তা মুখস্তই রাখতে হবে ভুলা যাবে না?

উত্তরঃ যেই আয়াত মুখস্ত করে নেয়া হয়েছে, তা মুখস্তই রাখবে। মুবাল্লিগ ও ওয়াজকারীরাও বয়ানের জন্য কিছু আয়াত মুখস্ত করে নেয়, কেননা সাধারণত এসব লোকেরা আয়াত মুখস্তই পড়ে থাকে, যদিও আমি আমার মুবাল্লিগদের এই মানসিকতা দিয়ে রেখেছি যে, বয়ান দেখে দেখেই করবে, কিন্তু ওয়াজকারীরা এমনটি করে না, তো তাদেরকেও এটা খেয়াল

www.dawateislami.net

রাখতে হবে যে, যেই আয়াত একবার মুখস্ত হয়ে গেছে এখন তা মুখস্তই রাখবে।

(আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পাশে বসা মুফতী সাহেব বলেন:) এই হুকুমটি সাধারণ অর্থাৎ সকলের জন্যই, সে হাফিয হোক বা না হোক। আয যাওয়াজিরে এক একটি হরফ ও আয়াতের ব্যাপারে এই বিষয়টি লিখা রয়েছে।

(আয যাওয়াজির, ১/২৫৬। জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া আমল, ১/৩৯৪) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৪/৩৮)

প্রশ্ন: কিছু লোক কুরআনে পাক পড়তে জানেনা, তবুও কুরআনে পাক পড়ায় এবং এর জন্য টাকা নেয়, এমনটি করা কেমন?

উত্তর: এটা নাজায়িয। এই ধরনের কাজ সম্পাদনকারী গুনাহগার হবে।[১] **(বাহারে শরীয়ত, ৩/১৭০, ১৪তম অংশ) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৪/২১৩)**

প্রশ্ন: যারা ঘরে কুরআন পড়াতে যায়, যদি ঘরের সদস্যরা না চাইতেই তাদের কিছু খেতে দেয়, তবে কি তা খেতে পারবে?

উত্তর: যদি না চাইতেই নিজের ইচ্ছায় খাওয়ায় তবে তা অবশ্যই খেতে পারবে, ঘরের সদস্যরা সাওয়াবও পাবে। এর জন্য চাওয়া যাবে না আর না Indirect ভাবে বলতে পারবে, যেমন; "আমার খুব ক্ষুধা

১... আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: নিঃসন্দেহে এতটুকু তাজবীদ জানা ফরযে আইন, যার মাধ্যমে হরফ বিশুদ্ধ হবে এবং ভুল থেকে বাঁচতে পারবে জানা। "বাযযাযিয়া" ইত্যাদিতে রয়েছে: "اَللَّحْنُ حَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ" (ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে লাহান হারাম) (ফতোয়ায়ে রযবিয়া, ৬/৩৪৩) উদাহরণ স্বরূপ; একটি হরফকে অন্য হরফের সাথে পরিবর্তন করে দেয়া, যেমন; اَلْحَمْدُ কে اَلْهَمْدُ পড়া, এরাবে ভুল করা, যেমন; "عَصٰى اٰدَمُ رَبَّه" এর মধ্যে "اٰدَمُ" কে "ميم" এর উপর যবর আর "رَبَّه" এর "با" এর উপর পেশ পড়া।

www.dawateislami.net

লেগেছে, আজ খাওয়ার সুযোগ হয়নি, গ্যাস শেষ হয়ে গিয়েছিলো, রান্না করতে পারিনি, এখান থেকে সরাসরি হোটেলে যাবো, আজ তো হোটেলেই খেতে হবে।" এই সবই চাওয়ারই অন্তর্ভূক্ত, কেননা তারা শুনে বলবে যে, "না ক্বারী সাহেব! আমরা আপনাকে খাবার খাওয়াবো, এখনি খাবার আনছি।" তো এরূপ করা উচিত নয়।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৫/৬৮)

প্রশ্নঃ যদি নামায পড়তে না জানে আর জামাআত সহকারে নামায পড়ে, তবে কি নামায হয়ে যাবে?

উত্তরঃ যার ক্বিরাত বিশুদ্ধ নয়, তার জন্য জরুরি হলো কোন শরীয়ত সম্মত ক্বারী ইমামের পেছনে নামায পড়া আর তার উপর ফরয হলো যে, চেষ্টা করে এতটুকু ক্বিরাত শিখা ও মুখস্ত করে নেয়া, যতটুকু নামাযে পড়া ফরয। **(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৩৯৫-৩৯৬। বাহারে শরীয়ত, ১/৫৭০, ৩য় অংশ)** তাছাড়া নামাযে যতটুকু ক্বিরাত পড়া ওয়াজিব ততটুকু শিখা ও মুখস্ত করা ওয়াজিব। **(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৩১৫। বাহারে শরীয়ত, ১/৫৪৫, ৩য় অংশ)** অনুরূপভাবে যতটুকু ক্বিরাত নামাযে মুস্তাহাব ততটুকু ক্বিরাত শিখা ও মুখস্ত করা মুস্তাহাব। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৬/৩৪৯)**

ক্বারীর পেছনে নামায পড়ার উদ্দেশ্য হলো; এমন ব্যক্তির পেছনে নামায পড়া, যে কুরআন বিশুদ্ধ ভাবে পড়তে জানে, এটা উদ্দেশ্য নয় যে, যেই ক্বারী সাহেব কানে হাত রেখে সুন্দর কণ্ঠে পড়ে, তার পেছনে নামায পড়বে, সাধারণত লোকেরা এই ধরনের লোকদের ক্বারী মনে করে, অথচ তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যে ক্বারী তা কিন্তু নয় বরং তাদের মধ্যে অনেকের মাখারিজের ক্ষেত্রে দূর্বলতা পাওয়া যায়, অবশ্য যদি এই ধরনের সুন্দর

www.dawateislami.net

কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতকারী আসলেই ক্বারী হয়, তবে তার পেছনেও নামায পড়া যাবে, মনে রাখবেন! প্রকৃত ক্বারী হলো সেই, যার কমপক্ষে এতটুকু ক্বিরাত বিশুদ্ধ রয়েছে, যার মাধ্যমে নামায বিশুদ্ধভাবে আদায় হবে। যাইহোক যার ক্বিরাত বিশুদ্ধ নয়, সে কোন শরীয়ত সম্মত ক্বারী ইমামের পেছনে নামায পড়বে এবং শিখতেও থাকবে আর সে আত্তাহিয়াতও শিখে মুখস্ত করে নিবে, কেননা তাও নামাযে পড়া ওয়াজিব।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৫১৮, ৩য় অংশ) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৪/২৪২)

প্রশ্নঃ আমরা মোবাইল ফোন এবং কম্পিউটারে তিলাওয়াত শুনি, যদি ঐ মূহুর্তে আমাদের কোন কাজ করতে হয়, তবে আমরা কি সেই তিলাওয়াত থামিয়ে রেখে আমাদের কাজ সম্পন্ন করে পুনরায় তিলাওয়াত শুনতে পারবো আর এমনটি করা গুনাহ তো নয়?

উত্তরঃ কোন অসুবিধা নেই। রেকর্ডকৃত তিলাওয়াত বন্ধ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনকারী আমি কখনো দেখিনি, সাধারণত যখন বন্ধ করতে হয় তখন হুট করে বন্ধ করে দেয়া হয়, অথচ সেই আয়াত অর্ধেক পড়া হয়েছে এবং এর অর্থ পরিবর্তন হয়ে গেছে। এমনিভাবে নাত শরীফ পড়া হচ্ছে তখনো অর্ধেক লাইনে বন্ধ করে দেয়। কারোরই এই মানসিকতা হয় না যে, একটু ধৈর্য ধারন করি এবং এই আয়াত বা লাইনটি সম্পূর্ণ হওয়ার পর বন্ধ করি। আয়াত সম্পন্ন হওয়ার অনুমান করা যায়, কেননা আয়াত সম্পন্ন হওয়ার পর ক্বারী সাহেব থেমে যান, সুতরাং তখন বন্ধ করি অথবা কোন ওয়াকফ আসলো তখন বন্ধ করি। তাছাড়া না'ত শরীফ সাধারণত উর্দুতে পড়া হয় তো লাইন সম্পন্ন হলে বুঝা যায়, অতএব লাইন সম্পন্ন হলেই বন্ধ করি। অনুরূপভাবে যদি মাদানী চ্যানেলে

www.dawateislami.net

না'ত শরীফ শুনা হচ্ছে আর মাদানী চ্যানেল বন্ধ করতে হবে তখন একটু অপেক্ষা করুন এবং লাইন পরিপূর্ণ হতে দিন তারপর বন্ধ করুন, অনেক সময় না'তের কলি পরিপূর্ণ হয়ে গেলে তখন অর্থ পরিপূর্ণ হয়ে যায়, এই অবস্থায় যদি কলি পরিপূর্ণ হওয়ার পর বন্ধ করা হয় তবে অর্থ পরিবর্তন হবে না। যেমন; "নূর ওয়ালা আয়াহে, নূর লে কর আয়া হে" এটা একটি পরিপূর্ণ কলি, যদি এই না'ত চলে আর এখনো একটুকু পড়া হয়েছে "নূর ওয়ালা আয়াহে" আর সাথেসাথে বন্ধ করে দিলো তবে এটা ঠিক আছে বরং শুধু এতটুকু পড়লো "নূর ওয়ালা" আর বন্ধ করে দিলো, তবুও কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু প্রত্যেক কলিতে এমনটি হবে না যে, যা অর্ধেক কলিতে বন্ধ করা যাবে। যে সামান্য উর্দু বুঝে তার অনুমান হয়ে যাবে যে, কোথায় বন্ধ করা উচিত? মনে রাখবেন! যখন প্রেম ভালোবাসা ও আদব সম্মানের মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে যাবে, তখন এই ধরনের সতর্কতা নিজে নিজেই হয়ে যাবে।

আজকাল লোকেরা মোবাইল ফোনে তিলাওয়াত লাগায় বা না'ত শরীফের কোন শের লাগায়, যেনো তাদের মতো কোন আশিকে রাসূল নেই, যখন কারো কল আসে তখন হুট করে ফোন Receive করে নেয়, তিলাওয়াত ও না'ত যেখানে থাকুক না কেনো, তাছাড়া এখানে না'ত শরীফ ও তিলাওয়াত শুনা উদ্দেশ্য থাকে না, অতএব এভাবে তিলাওয়াত ও না'ত শরীফ নিজের মোবাইলে টিউন হিসেবে লাগাবেন না। যদি তিলাওয়াত ও না'ত শরীফ শুনতে হয় তবে নিজের মোবাইলে হাজারো না'ত লোড করে নিন আর শুনতে থাকুন, কিন্তু এভাবে টিউনের জায়গায় লাগাবেন না। তিলাওয়াত বা না'ত শরীফের জায়গায় কোন সাধারণ টিউন যাতে মিউজিক নাই, তা লাগান, কেননা মিউজিকাল টিউন জায়িয নেই।

www.dawateislami.net

মোবাইলে এই ধরনের অনেক অপশন রয়েছে, যেখানে মিউজিক বিহীন টিউনস থাকে কিন্তু মানুষ মিউজিকাল টিউনেরই অভ্যস্থ হয়ে গেছে, তাই সেটাই লাগায়, এ থেকে সত্যিকার তাওবা করা উচিত। এই খেয়ালটা শুধুমাত্র তিলাওয়াত ও না'তের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখবে না বরং যদি বয়ান ইত্যাদি হয় তখনো খেয়াল রাখবে, যেমন; মাদানী চ্যানেলে কোন মুবাল্লিগের বয়ান হচ্ছে, তবে সেখানেও ভেবে দেখুন যে, কখন বন্ধ করবেন? এমন কোন বাক্যে বন্ধ করবেন না, যেখানে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। তাছাড়া যদি মাসআলা বর্ণিত হচ্ছে, তখন মাসআলা পূর্ণ হতে দিন, যদি মাসআলা দীর্ঘ হয় তখন কোন বাক্য পূর্ণ হলে তখন বন্ধ করুন।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৪/৫৮৪)

প্রশ্নঃ মেমোরি কার্ডে বিদ্যমান রেকর্ডকৃত তিলাওয়াত শুনে, তার সাওয়াব কি ইসাল করা যাবে?

উত্তরঃ ইসাল অর্থ হলো; পৌঁছানো এবং উপস্থাপন করা। যেই আমলে সাওয়াব পাওয়া যায়, যেমন; ফরয ও নফল ইত্যাদি তবে এর সাওয়াব ইসাল হতে পারে। মেমোরী কার্ডে বিদ্যমান রেকর্ডকৃত তিলাওয়াত শুনলো তবে স্বভাবতই সাওয়াব পাবে, যখন সাওয়াব পাবে তখন ইসালও হতে পারে, সুতরাং এর ইসালে সাওয়াবও করতে পারবে। তবে সরাসরি তিলাওয়াত শুনার আলাদা সাওয়াব রয়েছে, উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৬/২৫৩)**

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

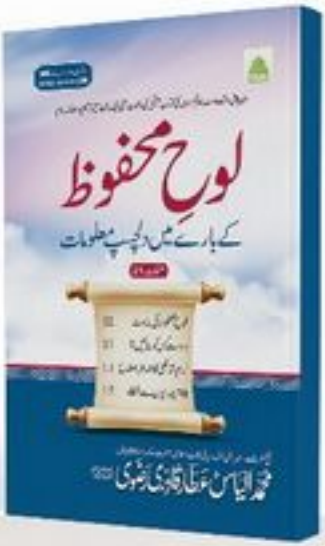

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৫০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

Email:- bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net,
Web: www.dawateislami.net